চলন্তিকা: কিছু কথা

ভবানীশংকর চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চলন্তিকা' অভিধানের প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যে কোন ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিরূপিত হয় সমকাল ও ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কের বিচারে। 'চলন্তিকা' অভিধানের প্রকাশকাল ১৯৩৭ সাল। এই সময়টি এই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটি গঠন করে এই সময়েই এবং সেই কমিটির নেতৃত্বে 'চলন্তিকা' অভিধানকার স্বয়ং। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়, বাংলা পরিভাষা কমিটির সভাপতি রাজশেখর বসু একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর দুটি সত্তা। 'পরশুরাম' ও রাজশেখর বসু। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তিনি লেখেন ছোটগল্প, রম্যরচনা ইত্যাদি। আর স্বনামে লেখেন যাবতীয় 'সিরিয়াস' রচনা। কিন্তু আশ্চর্য এই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত বাংলা পরিভাষা কমিটির সভাপতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ডাকাবুকো অধ্যাপক বা গবেষক নন। এবং এমনকি, বাংলা ভাষা ও সহিত্যের ছাত্রও নন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের মেধাবী ছাত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এম, এ,। রসায়ন শাস্ত্রের সফল ছাত্র হয়েও অধ্যাপনা বা গবেষণায় মনোনিবেশ না করে তিনি যোগ দেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিকেল'-এ। সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এ রকম একজন ব্যক্তিত্ব যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত পরিভাষা কমিটির নেতৃত্বে বৃত হন, তখন এ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা যে প্রশ্নাতীত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন সুযোগ্য ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পক্ষেই তো 'চলন্তিকা'র মত নিষ্ঠা ও আয়াসসাধ্য অভিধান প্রণয়ন সম্ভব। এ তো গেল 'চলন্তিকা' নির্মাতার ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক। যে সময়ে তিনি এই দুরূহ কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের দিগঙ্গন তখন অস্তাচলগামী রবীন্দ্র-প্রতিভার শেষ রশ্মিপাতে

লেখক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। ভালবাসার টানে কিছু লেখালেখি। কবিতা দিয়েই লেখালেখির শুরু। এখনও মূলত কবিতাতেই। একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'করতলে বিপন্ন সময়'। প্রকাশকাল-১৯৯২। বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে বেশ কিছু কবিতা, প্রবন্ধ ও অল্পসংখ্যক ছোটগল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। bhabani.acto@gmail.com

সমুজ্জ্বল। একদল রবীন্দ্রপ্রভাবের বলয়ে বলয়িত থেকে সাহিত্য সাধনায় বিশ্বাসী। কেউ কেউ রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে 'মোর পথ আরও দূর' বলে যাত্রা শুরু করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তখন আধুনিকতার খোলা দুয়ার। হু হু করে ঢুকছে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সুবাতাস। মার্কস, ফ্রয়েড প্রমুখ পাশ্চাত্য মনিষিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সমকালীন কাব্য উপন্যাসে। এই সময়ের প্রেক্ষিতে রাজশেখর বসু, যিনি নিজে ভাষা চর্চায় নিরত একজন বাঙালি, ভাবলেন, শিক্ষিত বাঙালির, বিশেষত, ভাষা চর্চায় নিরত বাঙালির হাতের কাছে একটা অভিধান চাই। শুধু শব্দের বিভিন্ন অর্থ নয়, বানান, উৎপত্তি ও ব্যবহারিক তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের সন্নিবেশ দুই মলাটের মধ্যে। রাজশেখরের ভাবনা যে সঠিক ছিল এবং ভাষা চর্চায় নিরত বাঙালিদের হাতের কাছে 'চলন্তিকা' পৌঁছে দিয়ে যে দুঃসম্ভব কাজটি তিনি সম্ভব করে তুলতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কথাতেই তা স্পষ্ট :

> At long last we have a dictionary for Bengali. The concise grammar for Bengali that you have included in the appendix, is also wonderful.

আসলে চলন্তিকার আগে বাংলা ভাষায় সে রকম অভিধান ছিল না। অথচ এমন একটি অভিধানের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল সবাই। বলা যেতে পারে, চলন্তিকা ছিল যুগের দাবী। আর রাজশেখর বসু সেই যুগের দাবী পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে চলন্তিকা প্রকাশের সাথে সাথে বিদ্বৎসমাজে আলোড়ন উঠল। বাংলা ভাষার কলাকুশলীদের কাছে খুলে গেল একটা আলোর দরজা। রাজশেখর বসু যুগের দাবীকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। কোন লেখকই পারেন না।

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

> "কোনো লেখকই আকাশের শূন্যতায় জন্মগ্রহণ করে না, তারা ছোট বড় মাঝারি যে দরেরই লেখক হোক না কেন। লেখকের সামাজিক পরিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব, পারিবারিক প্রবণতা প্রভৃতি লেখককে অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করে,..."

বস্তুত, যা ছিল যুগের দাবী, তা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল যুগোত্তীর্ণ, যুগান্তরের দাবী পূরণের রত্নপেটিকা। তা চিরকালীন, আজও চলমান। 'চলন্তিকা' নামকরণের সার্থকতাও এইখানে। চলন্তিকায় সংগৃহীত হয়েছিল প্রায় ত্রিশ হাজার সংস্কৃত, সংস্কৃতজাত, দেশজ ও বিদেশি শব্দ। সংগৃহীত শব্দের প্রতিশব্দ দিয়েই রাজশেখর বসু ক্ষান্ত হননি। শব্দের সঠিক বানান (অবশ্যই সে সময়ে প্রচলিত বানানবিধি অনুযায়ী), ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও সেই শব্দের ব্যবহারিক তাৎপর্য সন্নিবেশিত করে 'The concise grammar-এর রূপ দান করেছিলেন। অর্থাৎ চলন্তিকা যুগপৎ একটি অভিধান ও ব্যকরণীয় বিবৃতি। 'চলন্তিকা'-র নামপৃষ্ঠায় 'প্রায় ত্রিশ হাজার সংস্কৃত, সংস্কৃতজাত, দেশজ ও বিদেশী শব্দের বিবৃতি'—

এই শব্দবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। রাজশেখর বসু মনে করতেন—

> চলিত ভাষার প্রচলন যখন আরম্ভ হল তখন সাহিত্যচর্চা এবং লেখকদের আত্মনির্ভরতা বেড়ে গেছে। বহু লেখক কথিত ভাষার প্রকাশশক্তি দেখে আকৃষ্ট হলেন, কিন্তু লেখার উৎসাহে তাঁরা নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য যত্ন নিলেন না, মনে করলেন— এ আর এমনকি শক্ত। এই ভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ভিন্ন প্রকার, অন্য কতকগুলি শব্দও কিছু প্রভেদ আছে এবং এই সমস্ত শব্দের বানান পূর্ব নির্ধারিত নয়। পাঠ্যপুস্তকেও চলিত ভাষা শেখবার বিশেষ ব্যবস্থা নেই। এই কারণে চলিত ভাষার বানানের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

রাজশেখর বসু বানানের এই অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়াসী হলেন। অর্থাৎ তাঁর এই মনে করা থেকেই 'চলন্তিকা'-র জন্ম। চলন্তিকার ভূমিকায়ও তিনি লিখলেন—

> বাংলা ভাষায় একটি ছোট অভিধানের দরকার আছে— যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় অথচ তাহাতে মোটামুটি কাজ চলে। যাঁহারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁহারা প্রধানত যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন বিনা বাহুল্যে তাহা সাধিত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য।

বাংলা সাহিত্য-চর্চাকারীদের অশুদ্ধি প্রয়োগ কিংবা শব্দের প্রয়োগে স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি মনে করতেন একজন সাহিত্য-চর্চাকারীর শব্দের গঠন, প্রয়োগ ও অনুশাসন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা থাকা আবশ্যক। তিনি লিখেছেন—

> যিনি সাহিত্যচর্চা করতে চান তাঁকে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ, অন্তত সংস্কৃত প্রাতিপাদিকের গঠন ও যোজনের মোটামুটি নিয়ম শিখতেই হবে।
>
> শব্দের প্রয়োগে অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার চলে না। সকলে একই নিয়মের অনুবর্তী না হলে ভাষা দুর্বোধ হয়, সাহিত্যের যা মূল উদ্দেশ্য— ভাবের আদানপ্রদান, তা ব্যাহত হয়।

সুতরাং সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক, তাঁদের রচনার মধ্য পরিদৃষ্ট অশুদ্ধি ও ত্রুটি বিচ্যুতি, শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় সন্দেহ ও ভ্রম— এসব সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। তিনি মনে করতেন সাহিত্যে ব্যবহারিক অশুদ্ধি ও প্রায়োগিক বিচ্যুতি চলতে পারে না। তাতে সাহিত্যের রসহানি ঘটে।

এই অবস্থা থেকে বাংলা সাহিত্যকে বাঁচাতে পারে শব্দের বানান, অর্থ ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা। সাহিত্যিকদের মধ্যে এই গুণগুলি থাকা খুবই জরুরি। বস্তুত সাহিত্যের এই বিশুদ্ধতায় তাঁর গভীর বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিশুদ্ধিকরণের ভাবনা। সাহিত্য হল সত্য শিব ও সুন্দরের রূপায়ণ সাধনা। বিশুদ্ধ যদি না হয়, শব্দ বানানের প্রায়োগিক অশুদ্ধতায় ভাষাশিল্পের নির্মাণ যদি দৃষ্টিনন্দন বা

শ্রুতিনন্দন না হয়, তাহলে তা সাহিত্য হতে পারে না— এই বিশ্বাস থেকেই যেমন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি, তেমনি চলন্তিকা সৃষ্টি।

বাংলা বানান বিষয়ে রাজশেখর বসু ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং খুঁতখুঁতে। সংস্কৃত শব্দের বানান তো নির্দিষ্ট। অসংস্কৃত শব্দের বনানও যে যথার্থ হওয়া দরকার এ বিষয়েও তাঁর মতামত ছিল সুস্পষ্ট। বস্তুত, চলন্তিকায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত বানান বিধিকেই মান্যতা দিয়েছেন এবং গ্রন্থের ভূমিকায় সেকথার উল্লেখও করেছেন। চলিত ভাষায় রচিত সাহিত্যের বানানে লেখকের স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি সহ্য করেন নি। 'বাংলা বানান' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি তাঁর মত সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছেন—

> চলিত ভাষা এবং কলকাতা বা পশ্চিমবাংলার ভাষা সমান নয়, যদিও দু-এর মধ্যে কতকটা মিল আছে। লোকে লেখবার সময় যত সতর্ক হয় কথা বলবার সময় তত হয় না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখেছি যাঁর কথা আর লেখার ভাষা সমান। লেখার ভাষা, বিশেষত সাহিত্যের ভাষা, কোনও জেলার মধ্যে আবদ্ধ হলে চলে না। তার উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান। এজন্য চলিত ভাষাকে সাধুভাষার তুল্যই নিরূপিত বা Standardized হতে হবে। মুখের ভাষা যে অঞ্চলেরই হক, মুখের ধ্বনিমাত্র। শুনে বুঝতে হয়। লেখার বা সাহিত্যের ভাষা পড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই সর্বস্ব এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। সাহিত্যের ভাষা সর্বজনীন, তার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলের সমান না হলেও ক্ষতি হয় না। চলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষা, সুতরাং তার বানান অবহেলার বিষয় নয়।

ঐ প্রবন্ধেরই পরিশেষে তিনি লিখেছেন—

> মোট কথা— অসংস্কৃত শব্দের বানান সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত জনের উচ্চারণের বশে করতে হবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মীমাংসার প্রয়োজন আছে। অন্ধভাবে জনকতকের বানানকেই প্রামাণিক গণ্য করলে অন্যায় হবে। বানানে অতিরিক্ত অক্ষরযোগ অনর্থকর, তাতে জটিলতা আর বিশৃঙ্খলা বাড়ে।...

বলে নেওয়া দরকার, 'চলন্তিকা' অভিধানের 'পরিশিষ্ট' পর্যায়ে 'বানানের নিয়ম' উপবিভাগে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। শুধু বানান নয়, অন্যান্য অনেক ব্যাকরণ-বিধি ও পর্যালোচিত হয়েছে পরিশিষ্ট পর্যায়ে। এই পরিশিষ্ট অংশে আছে—

(ক) বানানের নিয়ম (খ) কতকগুলি শব্দের বানান (গ) ণত্ব-ষত্ব বিধি (ঘ) সন্ধি (ঙ) ক্রিয়ারূপ (চ) শব্দবিভক্তি ও কারক (ছ) সর্বনাম (জ) সংখ্যাবাচক শব্দ (ঝ) অশুদ্ধ শব্দ (ঞ) পারিভাষিক শব্দ।

রবীন্দ্রনাথ এই 'পরিশিষ্ট' অংশকেই বললেন The concise grammar। রাজশেখর বসু গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই বললেন—

> অভিধানের শেষে যে বিস্তৃত পরিশিষ্ট আছে তাহার কতকগুলি বিষয় অভিধানেরই অঙ্গ, কেবল সুবিধার জন্য পৃথক সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা— ক্রিয়ারূপ, সর্বনামের রূপ, সংখ্যাবাচক শব্দ ও পারিভাষিক শব্দ। ইহা ভিন্ন বানান, সন্ধি, ণত্ব-ষত্ব বিধি, অশুদ্ধ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটি প্রকরণ আছে। শব্দের বানান ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ লেখক ও পাঠকের যে সন্দেহ ও ভ্রম হয়, তাহার নিরসন এই সকল প্রকরণের উদ্দেশ্য।

'চলন্তিকা' অভিধান রচনার কাজে রাজশেখর বসু সমকালীন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও পণ্ডিতদের পরামর্শ ও সহায়তা লাভ করেছিলেন এবং গ্রন্থে তাঁদের ঋণ অকপটে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশের পর ড. চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

'চলন্তিকা' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশী এ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা-ই 'চলন্তিকা' ও রাজশেখর বসুর বোধ হয় যথার্থ মূল্যায়ন—

> সুখের বিষয় বাংলা ভাষায় অতিকায় অভিধানের অভাব নেই, তৎসত্ত্বেও চলন্তিকা অপরিহার্য। প্রথম কারণ, এর আয়তন বিভীষিকা ব্যঞ্জক নহে, যে সব শব্দ সাহিত্য ও সংলাপে নিত্য চলে, চলন্তিকা তারই সংযোগ। দ্বিতীয় কারণ, বাংলা ভাষা, বানান ও বানানচিহ্নে অরাজকতার মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা আছে। তৃতীয় কারণ, পরিশিষ্টে প্রদত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিভাষা সংকলন। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে সাহিত্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থাৎ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র এবং প্রুফরিডারদের পক্ষে চলন্তিকা অপরিহার্য সঙ্গী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিধানের স্থান আলমারিতে ও চলন্তিকার স্থান লেখার টেবিলের উপরে। অভিধানের পক্ষে এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হতে পারে জানি না। শুধু এই বইখানা লিখলেই রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

আমরাও মনে করি, বাংলা ভাষা যতদিন থাকবে, যতদিন চলবে এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা, পঠন-পাঠন, মুদ্রণ ও আরও নানাবিধ অনুশীলন, ততদিন থাকবে 'চলন্তিকা' আর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চলন্তিকার স্রষ্টা।

তথ্যসংগ্রহ:

১. পরশুরাম গ্রন্থাবলী— এম. সি. সরকার এন্ড সন্স লি.।
২. রবীন্দ্র রচনাবলী।
৩. আন্তর্জাল।
৪. চলন্তিকা, সপ্তম সংস্করণ, এম, সি, সরকার এন্ড সন্স লি.।
৫. কিছু পত্রপত্রিকা।